পর্ব- ১

ধারা- : নাম : বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন।

ধারা- ২ : অস্থায়ী কার্যালয় : মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ধারা- ৩ : ভাষা : বাংলা ও ইংরেজী।

ধারা- ৪ : উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

(ক) বাংলাদেশের মেডিসিন স্পেশালিষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সংহতি ও সহমর্মিতার মনোভাব বৃদ্ধি করা।

(খ) বাংলাদেশের মেডিসিন স্পেশালিষ্টদের স্বার্থ, অধিকার এবং সুবিধাসমূহ সংরক্ষন ও বিকশিত করা।

(গ) সকল পর্যায়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (মেডিসিন) শিক্ষা ব্যবস্থায় মেডিসিন স্পেশালিষ্টদের যথাযথ অন্তভূক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের ব্যাপক জনসাধাণের চিকিৎসা উপযোগী স্নাতক চিকিৎসক ও মেডিসিন স্পেশালিষ্ট তৈরী করা।

(ঘ) মেডিসিন স্পেশালিষ্টদের জৈষ্ঠ্যতার তালিকা শুধুমাত্র মেডিসিন স্পেশালিষ্টদের সমন্বয়ে প্রণয়ন করা।

(ঙ) স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় মেডিসিন বিষয়ে শিক্ষাদান মেডিসিন বিভাগের শিক্ষক দ্বারাই সম্পন্ন করা এবং সেখানে সাব-স্পেশালিষ্টদের অর্ন্তভূক্তি সীমিত করা।

(চ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মেডিকেল কলেজের কারিকুলাম সময়োপযোগী করে পুনর্বিন্যাস করা।

(ছ) মেডিসিন স্পেশালিষ্টসহ সকল সাব-স্পেশালিষ্টদের চিকিৎসার পরিধি সুর্নিদিষ্ট করা ও সংরক্ষন করা।

(জ) বাংলাদেশের মেডিসিন স্পেশালিষ্টদের মর্যাদা ও সম্মান সমুন্নত রাখা।

(ঝ) রোগীদেরকে চিকিৎসা ব্যবস্থায় মেডিসিন স্পেশালিষ্টদের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত করা। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক পরিবেশে একজন মেডিসিন স্পেশালিষ্ট প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কি ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে জনগণ ও নীতি নির্ধারকদেরকে অবহিত করা।

(ঞ) জনগনকে রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা।

(ট) ইন্টার্নী চিকিৎসকসহ সকল পর্যায়ের চিকিৎসকদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত বাস্তব সম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য চিকিৎসা সহজলভ্য করা। ইন্টার্নী চিকিৎসকদের মেডিসিনের ট্রেনিং শুধুমাত্র মেডিসিনের অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করা।

(ঠ) বাংলাদেশে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণার আয়োজন ও সহায়তা করা, চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন করা এবং এই দেশে কি করে স্বল্প ব্যয়ে উন্নত মানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রদান করা যায়, সে ব্যাপারে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।

(ড) একই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ধারক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতা করা, সংযুক্ত হওয়া এবং ফেডারেশনে যোগদান করা।

(ঢ) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সমিতির বিবেচনায় প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পত্রিকা, সাময়িকী, পুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা এবং প্রচারণর কাজ করা।

(ণ) ইহা একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

ধারা- ৫ : সদস্য ভূক্তি

নিম্নের যে কোন একটি ধারার শর্ত পূরণ করিলে বাংলাদেম সোসাইটি অব মেডিসিনের সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবে। সদস্যপদ বাতিলের কোন ধারায় অর্ন্তভূক্ত হইলে সদস্য ভূক্তির ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(ক) মেডিসিনে এফসিপিএস, এমডি এবং এমআরসিপি ডিগ্রী ধারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সোসাইটির সদস্য হইতে পারিবেন, যদি তাহারা অন্য কোন সাব-স্পেশালিটিতে কোন ডিপ্লোমা, এমডি, পিএইচডি বা অন্য কোন সমমানের ডিগ্রী লাভ না করে থাকেন। তবে এই শর্ত কোন ট্রেনিং এর বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) বাংলাদেশের যে কোন সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ, পোষ্ট-গ্রেজুয়েট ইনস্টিটিউট ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগীয় সকল অধ্যাপকগণ (নিয়মিত বা চলতি দায়িত্বে) সদস্য হইতে পারিবেন।

(গ) সকল মেডিকেল কলেজের (সরকারী ও বেসরকারী) পোষ্ট গ্রেজুয়েট ইনস্টিটিউট ও মেডিকেল বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিয়মিত সহকারী বা সহযোগী অধ্যাপকগণ সদস্য হইতে পারিবেন।

(ঘ) মেডিসিনের সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টগণ যাঁরা ৫(ক) এর ধারার অন্তর্ভূক্ত, তাহারা সোসাইটির সদস্য হইতে পারিবেন।

নিম্নোক্ত কারণে সদস্যপদ (সাধারণ বা আজীবন) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১) ৫(ক) ধারায় উল্লেখিত কোন চিকিৎসক যদি অন্য কোন সাব-স্পেশালিটিতে কনসালটেন্ট, সহকারী অধ্যাপক বা উপরের কোন পদে যোগদান করেন (নিয়মিত বা চলতি দায়িত্বে)।

(২) ৫(ক) ধারায় কোন চিকিৎসক যদি অন্য কোন সাব-স্পেশালিটিতে ডিপ্লোমা বা এমডি বা অন্য কোন ডিগ্রী অর্জন করেন।

বি: দ্র: সদস্য পদ প্রাপ্তির আবেদন নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। কোন সাংবিধানিক জটিলতার ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পর্ব- ২

সোসাইটির অনুচ্ছেদ সমূহ

ধারা- ৬ : ব্যাখ্যা

এই স্মারক বিধিতে (বিষয়ে অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে) নিম্নলিখিত শব্দাবলী এবং অভিব্যক্তিসমূহ অত:পর তাহাদের প্রতি পৃথক পৃথকভাবে আয়োজিত অর্থসমূহকে বুঝাইবে।

(ক) "সোসাইটি" অর্থ বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন।

(খ) "প্রবিধান" অর্থ সময়ে সময়ে বলবৎকৃত এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত সংশোধনী অথবা সংযোজনীসহ অত্র স্মারক বিধিতে অন্তর্ভূক্ত প্রবিধানকে বুঝাইবে।

(গ) "প্রবিধান" অর্থ তফসিলে বিধৃত নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত উপ-আইন বুঝাইবে্

(ঘ) "নির্বাহী কমি" অর্থ সোসাইটির নির্বাহী কমিটি।

(ঙ) "পত্রিকা বা জার্নাল" অর্থ ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য সোসাইটির পত্রিকা বা জার্নাল।

(চ) "শাখা" অর্থ অত:পর এখানে প্রদত্ত শর্তানুসারে সংগঠিত শাখাকে বুঝাইবে।

(ছ) "গঠনতন্ত্র" : এই সোসাইটির কার্য্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধারা উপধারায় উল্লেখিত প্রণীত নিয়মাবলী সম্বলিত বই।

(জ) সদস্যবৃন্দের রেজিষ্ট্রার : একটি রেজিষ্ট্রার থাকবে যেখানে সোসাইটির সকল সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা ও ঠিকানাসহ তাহাদের নাম রেজিষ্টারে তালিকাভূক্ত হইবে।

ধারা- ৭ : শাখা

সোসাইটির উদ্দেশ্যাবলীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সদস্যবৃন্দ শাখা নামে অভিহিত পৃথক স্থায়ী সংস্থায় সংগঠিতদ হইবেন।

সমিতির বিধি, প্রবিধি এবং উপ-আইন এর অনুমোদন সাপেক্ষে শাখা আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবে। কার্যনির্বাহী কমিটি এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা নিজেদের জন্য উপ-আইন প্রণয়ন এবং প্রবিধি সমূহ পরিবর্তন করতে পারিবেন। (পর্ব-৩)

ধারা- ৮ : সদস্যপদের যোগ্যতা

(১) সদস্যপদের যোগ্যতা :

আরা নং- ৫ এ উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণকারী চিকিৎসক বিধিবদ্ধ চাঁদা এবং ফি প্রদান পূর্বক সোসাইটির একজন সদস্য হইতে পারিবেন। সোসাইটির নিয়ম এবং প্রবিধান দ্বারা সদস্যপদের ভর্তি নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) পুনঃ যোগ্যতা ঃ

ইস্তফা অথবা চাঁদা না প্রদানহেতু সদস্যপদ নাই এমন যে কোন সদস্যকে তাহার পুনঃ আবেদনের ভিত্তিতে এবং যে তারিখ থেকে সদস্য পদে নাই সে

তারিখ থেকে পর্যন্ত অনাদায়ী পাওনা পরিশোধ করিলে তাহাকে সদস্যপদ পুন:প্রদান করা যাইতে পারে।

ধারা-৯ : সদস্যদের শ্রেণী বিভাগ

সোসাইটির সদস্যপদ ২ (দুই) শ্রেণীর হইবে :

(১) সাধারণ সদস্য (২) আজীবন সদস্য

(১) সাধারণ সদস্য : ধারা-৫ এ উল্লেখিত শর্ত পূরণকারী চিকিৎসক বাৎসরিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাক ফি প্রদান পূর্বক সাধারণ সদগস্য হিসেবে গণ্য হইবেন।

(২) আজীবন সদস্য : সাধারণ সদস্য হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তি এককালীন ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান পূর্বক আজীবন সদস্য হইতে পারেন। এই রূপে ভর্তিকৃত একজন আজীবন সদস্যকে বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে না। সোসাইটির রেজিষ্টারে নিরবিচ্ছিন্ন ১০ বৎসর সময়ের সাধারণ সদস্যের জন্য আজীবন সদস্য ফি ৫,০০০-/ টাকার পরিবর্তে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হইবে।

ধারা- ১০ : সদস্যদের সুযোগ সুবিধা এবং বাধ্যবাধকতা

(ক) একজন সদস্য বৎসরের চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান বৎসরের জার্নাল প্রাপ্তি এবং যে শাখার সে সদস্য সেই সংশ্লিষ্ট শাখার সুবিধাসহ সোসাইটির সদস্যপদের সকল সুবিধা পাইবেন।

(খ) প্রত্যেক সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্যকে সোসাইটির প্রকাশনার সকল কপি হয় বিনামূল্যে অথবা সময়ে সময়ে সোসাইটির কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদান করা হইবে। সদস্যদের জন্য জার্নালের চাঁদার ফি নির্ধারণ করার ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির থাকিবে॥

(গ) প্রত্যেক সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্য সোসাইটির পাঠকক্ষ, লাইব্রেরী ও কম্পিউটার ব্যবহারের যোগ্য হইবেন।

(ঘ) প্রত্যেক সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্যের সোসাইটির অথবা যে শাখার সদস্য তাহার কর্তৃক আয়োজিত সকল সাধারণ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সভায় হাজির থাকা, বক্তৃতা এবং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন করার অধিকার থাকিবে।

(ঙ) প্রত্যেক সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্যের সাধারণ সভায় প্রদত্ত সকল প্রবিধির উপরে সোসাইটির উপ-আইন মোতাবেক ভোটাধিার প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকিবে।

(চ) প্রত্যেক সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্যের সোসাইটির নির্বাহী কমিটির এবং শাখার নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকিবে (যদি তিনি ঐ শাখার সদস্য হন) এবং নির্বাহী কমিটি এবং শাখার নির্বাহী কমিটির কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকিবে (যদি তিনি ঐ শাখার সদস্য হন)।

(ছ) প্রত্যেক সদস্য ততক্ষণ পর্যন্ত একজন সদস্য হিসাবে থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সদস্যপদ এখানে অন্তভূক্ত শর্তাদি দ্বারা স্থগিত বা বাতিল করা না হয়।

ধারা- ১২ : সদস্যপদ বাতিল

সোসাইটির সদস্যপদ নিম্নলিখিত যে কোন একটি কারণে বাতিল বা স্থগিত বলিয়া বিবেচিত হইবে :

(ক) চাঁদা প্রদানে খেলাপি ;

চাঁদা প্রদানে অপারগতা হেতু বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সদস্যের রেজিষ্টার থেকে নামের অপসারণ নিম্নরূপ হইবে : নির্ধারিত দিনের ৩ মাসের মধ্যে চাঁদা প্রদান না করিলে সদস্যকে বকেয়া চাঁদা প্রদানের ৩০ দিবস সময় প্রদান পূর্বক জানানো হইবে। যদি উক্ত তারিখের মধ্যে সে তাহার বকেয়া পরিশোধ না করে তাহা হইলে সদস্যপদের সকল সুযোগ সুবিধা স্থগিত করা হইবে।

(খ) ইস্তফা প্রদান :

সোসাইটির মহাসচিব অথবা শাখার সম্পাদকের নিকট ৩০ দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক একজন সদস্য যে কোন সময়ে হাতার সদস্য পদে ইস্তফা

দিতে পারেন। ইস্তফা দানকারী সদস্যকে তাহার নিকট পাওনা সকল বকেয়া পরিশোধ করিতে হইবে। মহাসচিব এইরূপ সদস্যের নিকট অনাদায়ী পাওয়া এবং দাবির প্রতিবেদন নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবেন। সকল পাওনা পরিশোধের পর একটি ছাড়পত্র ইস্যু করা হইবে এবং সোসাইটির নির্বাহী কমিটি কর্তৃক তাহার ছাড়পত্র বিবেচনা করা হইবে। শাখা সদস্যের ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক অনুমোদনের পর অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(গ) অবাঞ্চিত আচরণের কারণে :

কোন সদস্যের আচরণ সোসাইটির অথবা চিকিৎসা পেশার স্বার্থে ক্ষতিকর বিবেচিত হইলে নির্বাহী কমিটি (যদি তিনি শাখার সদস্যগণ তাহা হইলে শাখা নির্বাহী কমিটির সুপারিশসহ) উক্ত সদস্যের নিকট তাহার আচরণের জন্য লিখিত কৈফিয়ত তলব করিতে পারেন। কৈফিয়ত অসন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সদস্যকে হয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অথবা সোসাইটি হইতে ইস্তফা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। যদি সদস্য সম্মত হন তাহা হইলে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদান পূর্বক নির্বাহী কমিটি কর্তৃক আচরণের তদন্ত হইবে। যদি তদন্তের পরে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে তাহাকে সোসাইটি হইতে বহিষ্কার করা যাইতে পারে।

(ঘ) যদি কোন সদস্য সোসাইটি হইতে বেতন, ভাতা, সম্মানী বা মুনাফা গ্রহণ করেন তবে তাহার সদস্যপদ সরাসরি বাতিল হইবে।

(ঙ) সোসাইটি অব মেডিসিনের সদস্যপদ গ্রহনের পরে কেউ সাব-স্পেশিয়ালিটিতে যোগদান করলে।

ধারা- **১৩ :** চাঁদা

(ক) প্রবিধি অথবা উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন সময়ে সময়ে প্রবর্তিত উপ-আইন মোতাবেক প্রত্যেক সদস্যকে সোসাইটির নিকট চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। উক্ত চাঁদা প্রত্যেক বৎসরের **৩১** শে ডিসেম্বর এর মধ্যে অথবা সেই বৎসরের নির্বাচিত সদস্যের ক্ষেত্রে সদস্য পদ গ্রহণের সময়ে অগ্রিম প্রদান করিতে হইবে।

(খ উপ-আইন মোতাবেক প্রত্যেক শাখা প্রত্যেক সদস্যের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

ধারা-১৪ : সমিতির বৎসর

সোসাইটি এবং ইহার শাখার ১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন।

ধারা-১৫ : সোসাইটির ব্যবস্থাপনা

নীতি প্রণয়ন সাধারণ পরিষদেও নিকট ন্যস্ত থাকিবে যাহা সোসাইটির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ইহা নীতি প্রণয়নকারী সংস্থা এবং ইহা সোসাইটির সকল কার্যাবলীর উপর নির্দেশনা এবং সুপারিশ করিবে। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ,সময় এবং স্থানে ইহা বৎসরের ন্যুনপক্ষে একবার মিলিত হইবে। সোসাইটির জন্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার হেতু সোসাইটির নিয়ম অনুযায়ী সভাপতির অনুমোদনক্রমে মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ সভা আহবান করা যাইবে।

নির্বাহী কমিটি ঃ

(ক) সোসাইটির কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির নিকট ন্যস্ত থাকিবে। নির্বাহী কমিটি হইতেছে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং ইহা সোসাইটির নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং ইহা সাধারণ সভায় গৃহীত সোসাইটির নীতি এবং কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিবে এবং ইহার জন্য দায়িত্বে থাকবে।

(খ) শাখা সোসাইটির কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রন এবং ব্যাবস্থাপনা শাখার নির্বাহী কমিটির নিকট ন্যস্ত থাকিবে।

(গ) নির্বাহী কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে।

১) নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা এবং সদস্যবৃন্দ।

২) শাখার জন্য নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা এবং সদস্যবৃন্দ।

ধারা- ১৬ ঃ সাধারণ পরিষদের কার্যাবলী এবং ক্ষমতা

সাধারণ পরিষদ সোসাইটির সাধারণ কার্যাবলী নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ইহার নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

(ক) যে কোন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাহা নির্বাহী কমিটি এবং শাখার নির্বাহী কমিটির উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

(খ) সোসাইটির বিধি, প্রবিধি এবং উপ-আইন প্রণয়ন করা, পরিবর্তন করা অথবা বাতিল করা।

(গ) সোসাইটির কক্ষ, লাইব্রেরী এবং সম্পত্তির শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি প্রনয়ন করা, পরিবর্তন করা অথবা বাতিল করা এবং প্রকাশনার নির্দেশনা প্রদান করা।

(ঘ) যে কোন বিষয়ের উপর কমিটি, সাব-কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ করা।

(ঙ) সোসাইটির স্বার্থ অথবা সদস্যদের স্বার্থ প্রভাবিত হয় এমন যে কোন বিষয়কে সরকার অথবা অন্যান্য সরকারী সংস্থা এবং যথোপযোক্তভাবে সংগঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।

(চ) এই সকল নিয়ম দ্বারা অন্তভূক্ত নহে এমন সকল বিষয়ে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা- ১৭ : সাধারণ পরিষদের সভা

১) বার্ষিক সাধারণ সভা

২) জরুরী অথবা অসাধারণ সভা

৩) রিকুইজিশন সভা

সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে।

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা : নির্বাহী কমিটির কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ সময় এবং স্থানে বার্ষিক সাধারণ সভা বছরে ১ বার অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) জরুরি অথবা অসাধারণ সভা : সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে সুবিধাজনক স্থানে জরুরী অথবা অসাধারণ সভা মহাসচিব কর্তৃক আহবান করা হইবে। যদি মহাসচিব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে সভাপতির এইরূপ সভা আহবান করার অধিকার থাকিবে।

(গ) রিকুইজিশন সভা : যে উদ্দেশ্যে সভা রিকুইজিশন করা হইয়াছে তাহা বর্ণনাপূর্বক কমপক্ষে ৩০ জন সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত দাবীপত্রের প্রাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ পরিষদের একটি রিকুইজিশন সভা আহবান করা যাইবে। সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে মহাসচিব কর্তৃক সময়, তারিখ ও

স্থান নির্ধারিত হইবে। এইরূপ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংম সদস্য দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ধারা- ১৮ : সাধারণ পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি

সভার স্থান, তারিখ, সময় এবং সভায় কি বিষয়ে আলোচনা করা হইবে ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি সকল সদস্যের নিকট দেওয়া হইবে। জরুরী এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সভাপতির সঙ্গে আলোচনা ক্রমে মহাসচিব এর বিবেচনায় স্বল্পতম সময়ে সভা আহবান করা যাইবে।

(ক) বিজ্ঞপ্তি :

১) সদস্যের রেজিষ্টারে দৃষ্ট জ্ঞাত শেষ ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে অথবা ডাকমাশুল প্রদত্ত খামে অথবা জার্নালে বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক এবং উক্ত ঠিকানায় জার্নালের কপি প্রেরণ পূর্বক একজন সদস্যের নিকট বিজ্ঞপ্তি জারী করা যাইতে পারে।

২) শাখার সম্পাদক অথবা শাখার সভাপতির নিকট প্রেরণপূর্বক যে কোন শাখার উপর সোসাইটি কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারী করা যাইতে পারে।

ধারা- ১৯ : কোরাম

বার্ষিক সাধারণ সভা এবং জরুরী সভা অথবা অসাধারণ সভার কোরাম হইতে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন। রিকুইজিশন সভার জন্য মোট সদস্যের অর্ধেকের উপস্থিতির প্রয়োজন।

ধারা- ২০ : বার্ষিক সাধারণ সভা

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয় সমূহ :

১) প্রয়োজন হইলে নির্বাচন।
২) গত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণীর অনুমোদন।
৩) গত বৎসরের মহাসচিব কর্তৃক প্রতিবেদন গ্রহণ।
৪) মহাসচিবের প্রতিবেদন পেশ।
৫) কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ।
৬) আসন্ন বৎসরের জন্য বাজেটের অনুমোদন।

৭) সোসাইটির সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৮) সভাপতির অনুমতিসহ যে কোন কার্যক্রম।

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কে সাধারণ নিয়মাবলী :

১) সভাপতির বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে পূর্বে নোটিশ দেওয়া হয় নাই এবং সভার কার্যসূচীতে যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্তি হয় নাই এমন কোন বিষয় বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মুখে পেশ করা যাইবে না।

২) সভার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যে কোন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয় মহাসচিবের নিকট পৌছাইতে হইবে (যদি তিনি শাখা সদস্য হন তাহা হইলে নিজ নিজ শাখার মাধ্যমে)।

ধারা- ২১

ক) যে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণপূর্বক সভা আহবান করা হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্য কিছুই জরুরী অথবা রিকুইজিশন সভায় আলোচনা করা যাইবে না।

খ) রিকুইজিশন সভায় কোরাম পূর্তি না হইলে উক্ত সভা বাতিল হইবে; কিন্তু অন্য সভার ক্ষেত্রে সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে পরবর্তীতে মহাসচিব কর্তৃক আহূত হওয়ার জন্য উক্ত সভা স্থগিত হইবে্

ধারা- ২২ : নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী এবং ক্ষমতা

সোসাইটির গঠনতন্ত্র এবং উপ-আইন অনুসারে নির্বাহী কমিটি সোসাইটির সাধারণ কার্যাবলী পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ করিবে। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব হইবে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। ইহা প্রতি তিন মাসে সাধারণভাবে একবার মিলিত হইবে। নির্বাহী কমিটির নিম্নলিখিত ক্ষমতা এবং কার্যাবলী থাকিবে :

ক) শাখার সমৃদ্ধিকরণের জন্য দরখাস্ত এবং যে কোন সদস্য অথবা শাখার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ের বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া।

খ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কমিটি সমূহ ছাড়া বিভিন্ন কমিটি এবং উপ-কমিটি নির্বাচন অথবা নিয়োগ করা।

গ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কোন পদ শূন্য হলে তাহা পূরণ করা।

ঘ) বিশেষ কাউন্সিল, কমিটি, উপ-কমিটি, বোর্ড অথবা অন্যান্য সংস্থা নিয়োগ করা এবং নির্বাহী কমিটির কিছু ক্ষমতা তাহাদের নিকট অর্পন করা।

ঙ) সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সোসাইটির বিধি, প্রবিধি এবং উপ-আইন প্রণয়ন করা অথবা বাতিল করা এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার অনুমোদন গ্রহন করা।

চ) সোসাইটির বেতনভূক্ত নিয়োগ অথবা অপসারণ করা।

জ) এইসব ক্ষমতা দ্বারা স্পষ্টভাবে নিশ্চিত কার্যাবলী ছাড়াও সোসাইটি কর্তৃক অন্যান্য কার্যাবলী সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে করা।

ধারা-২৩ : নির্বাহী কমিটি গঠন

(ক) কর্মকর্তা ও সদস্য:

১. সভাপতি-১জন

২. সহ-সভাপতি-২ জন

৩. মহাসচিব-১ জন

৪. কোষাধ্যক্ষ-১ জন

৫. বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক-১ জন

৬. যুগ্ম সচিব-২ জন

৭. প্রকাশনা সম্পাদক-১ জন

৮. গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক-১ জন

৯. আন্তর্জাতিক সর্ম্পক বিষয়ক সম্পাদক-১ জন

১০. সাংস্কৃতিক ও আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক-১ জন

১১. সাংগঠনিক সম্পাদক -২ জন

১২. দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক-১ জন

১৩. সদস্য-২১ জন

(খ) পদাধিকার বলে সদস্য :

১) অব্যবহিত পূর্বের সভাপতি

২) অব্যবহিত পূর্বের মহাসচিব

৩) প্রত্যেক শাখার সভাপতি/ সম্পাদক যদি থাকে

ধারা- ২৪ : বিজ্ঞপ্তি

১) সদস্যদের রেজিষ্টারে দৃষ্ট জ্ঞাত শেষ ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে অথবা ডাকমাশুল প্রদত্ত খামে অথবা জার্নালে বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক এবং উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তিসহ জার্নালের কপি প্রেরণ পূর্বক একজন সদস্যের নিকট বিজ্ঞপ্তি জারী করা যাইতে পারে।

২) শাখার সম্পাদক অথবা শাখার সভাপতির নিকট প্রেরণপূর্বক যে কোন শাখার উপর সোসাইটি কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারী করা যাইতে পারে।

৩) যে কোন বিজ্ঞপ্তি অথবা জার্নালের কপি যদি ডাকে প্রেরণ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা ধরিতে হইবে যে, উহা যথাসময়ে জারী করা হইয়াছে এবং এইরূপ সেবা প্রদানহেতু ইহা যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে যে, বিজ্ঞপ্তিটি যথোপযুক্ত ঠিকানায় লিখিত হইয়া ডাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ধারা- ২৫ : সোসাইটির আয়

নিম্নলিখিত উৎস হইতে সোসাইটির আয়ের উদ্ভব হইবে।

ক) সকল সদস্যের চাঁদা।

খ) আজীবন সদস্যের চাঁদা।

গ) শাখা হইতে প্রাপ্য কেন্দ্রের চাঁদা।

ঘ) সরাসরিভাবে উত্তোলিত বিশেষ চাঁদা অথবা দান। চাঁদা অথবা দানের ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক প্রাপ্ত টাকার ৩০% কেন্দ্রের তহবিলে প্রেরণ করিতে হইবে।

ঙ) সোসাইটির জার্নাল এবং অন্যান্য প্রকাশনা থেকে উদ্ভুত আয়।

চ) বার্ষিক সাইন্টিফিক কনফারেন্সের সময়ের আয়।

ছ) ঐসব ব্যক্তি যাহারা সোসাইটির স্বার্থে উন্নয়ন চায় এমনসব ব্যক্তির দেয় চাঁদা।

জ) সম্বন্ধিকৃত সংস্থার চাঁদা।

ঝ) ঐরূপ উৎস যাহা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে পারে।

ধারা- ২৬ : তহবিল

ক) সকল অর্থ কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক অথবা ব্যাংকসমূহে জমা করা হইবে। সোসাইটির নামে হিসাবা খোলা হইবে এবং সাধারণভাবে উহা কোষাধ্যক্ষ এবং মহাসচিব অথবা সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। মহাসচিব এবং সভাপতি অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অন্য যে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারে।

খ) কোষাধ্যক্ষ হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং আয় ব্যয়ের নিরীক্ষিত বিবরণী কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে।

গ) যদি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ইহা বাঞ্ছিত বিবেচিত হয় তবে সোসাইটির জার্নালের জন্য একটি পৃথক তহবিল, সম্পাদক এবং মহাসচিব অথবা কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হইবে।

ধারা- ২৭ :

নির্বাহী কমিটি সোসাইটির তহবিল হইতে সকল সাধারণ খরচ বহন করিবে এবং ভাড়া, বেতন এবং সোসাইটির কার্য নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রদান করিবে। সোসাইটির জার্নাল এবং অনুমোদিত প্রকাশনার ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবে এবং সোসাইটির উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য সঠিক বিবেচিত বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।

ধারা- ২৮ : কর্মকর্তাদের কর্তব্য এবং ক্ষমতা

(ক) সভাপতি :

১) সোসাইটি এবং নির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য যে সব কমিটির সদস্য হইতে পারেন সেই সব সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২) বার্ষিক সম্মেলন এবং সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কনভেনশনে সভাপতিত্ব করিবেন।

৩) নির্বাহী কমিটির সংগে পরামর্শ পূর্বক সোসাইটির কার্যাবলী পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৪) সভার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করবেন, আইন এবং প্রবিধিসমূহ ব্যাখ্যা করিবেন এবং সন্দেহজনক বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত দিবেন।

৫) অধিকন্তু ভোট সমান হইলে তাহার সাধারণ ভোটের অতিরিক্ত একটি নীতি নির্ধারণী ভোট থাকিবে।

৬) পদাধিকার বলে তিনি সকল কমিটি, সাব-কমিটির সদস্য হইবেন।

৭) মেয়াদের দুই বৎসরের জন্য তিনি পদে আসীন থাকিবেন।

দ্রষ্টব্য : যে কোন কারণে তাহার অনুপস্থিতিতে জরুরী অবস্থায় সভাপতির কর্তব্যসমূহ জেষ্ঠ্যতা অনুযায়ী সহ-সভাপতির উপর পড়িবে এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির একজন সদস্যের উপর পড়িবে।

খ) সহ-সভাপতি :

১) সোসাইটি অথবা নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করিবেন।

২) কোন কারণে সভাপতির দীর্ঘ অনুপস্থিতি ঘটিলে সভাপতির মেয়াদের বাকী অংশের দায়িত্বে থাকার জন্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতিতে নির্বাচিত করা যাইতে পারে।

গ) মহাসচিব :

যুগ্ম সচিবের সহায়তায় মহাসচিব নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

১) কেন্দ্রিয় কার্যাবলীর দায়িত্বে থাকিবেন।

২) সকল যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

৩) হিসাবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকিবেন, সকল প্রকার বিল পাশ করিবেন এবং চেকে স্বাক্ষর করিবেন।

৪) ব্যবস্থাপনা প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঘ) কোষাধ্যক্ষ :

১) সোসাইটির সকল অর্থ গ্রহণ করা এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক অথবা ব্যাংক সমূহে জমা করা এবং মহাসচিব অথবা সভাপতি অথবা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা যৌথভাবে হিসাব পরিচালনা করা।

২) কেন্দ্রের সকল সংযুক্ত সদস্যের চাঁদা এবং শাখা হইতে সদস্য চাঁদার কেন্দ্রের অংশ সংগ্রহের জন্য দায়ী থাকিবেন।

৩) মহাসচিবের আর্থিক আদেশে যে কোন ত্রুটি অথবা অসংগতি নির্দেশ করার অধিকার থাকিবে এবং তাহার মন্তব্যের জন্য তাহার নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন। মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যে কোন মতভেদ ঘটিলে তাহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সভাপতির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

৪) হিসাব বই হাল নাগাদসহ সোসাইটির হিসাব হাল নাগাদ রাখার জন্য দায়ী থাকিবেন।

৫) সোসাইটির নিরীক্ষকগণ কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষা করাইবেন।

৬) নির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরিতব্য হিসাবের নিয়তকালীন বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

৭) সোসাইটির আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন পূর্বক হিসাব এবং স্থিতিপত্রের বার্ষিক বিবরনী প্রস্তুত করিবেন। সোসাইটি কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষকগণ দ্বারা উহা নিরীক্ষা করাইতে হইবে এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে।

(ঙ) যুগ্ম সচিব ১ ও ২

১) যে কোন কারণে মহাসচিবের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে যুগ্মসচিব-১ দায়িত্বে থাকিবেন।
২) কোন কারণে মহাসচিব এবং যুগ্মসচিব-১ অনুপস্থিত থাকিলে যুগ্মসচিব-২ তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

জ) গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক:

সোসাইটির সদস্যগনকে বিষয় ভিত্তিক গবেষনা এর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন।

ঝ) প্রচারনা বিষয়ক সম্পাদক:

সোসাইটির বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সামাজিক কার্যক্রম প্রচার করবেন।

ঞ) সাংস্কৃতিক সম্পাদক:

সোসাইটির নানা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করিবেন।

ট) দপ্তর সম্পাদক:

ক) বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিনের অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

খ) দপ্তরের সমূদয় সম্পদ রক্ষনাবেক্ষন করবেন।

গ) বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রন করবেন।

ধারা- ২৯ : নির্বাহী কমিটির নির্বাচন

ক) সোসাইটির সদস্যদের গোপন ব্যালট ভোটের মাধ্যমে প্রত্যেক দুই বৎসরের জন্য সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভার দিনে সোসাইটির নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা এবং সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) প্রথম সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্য দ্বারা প্রত্যক্ষ গোপন ব্যালটে বা সর্বসম্মতি ক্রমে প্রথম নির্বাহী কমিটি ২ বৎসরের জন্য গঠিত হইবে। পরবর্তী কালে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত একটি নির্বাচন কমিশন নির্বাহী কমিটির সদস্যগনের নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

গ) নির্বাচন কমিশন ঃ নির্বাচন কমিশন একজন চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দু ইবা ততোধিক সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে, যাদেও মধ্যে একজন সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করিবেন।

ঘ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের ৬০ দিন পূর্ব পর্যন্ত রেজিষ্টাওে তালিকাভুক্ত সদস্যদেও নাম নিয়া সেই বৎসরের নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। কেবলমাত্র ভোটার তালিকাভুক্ত সদস্যগণই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ (প্রতিদ্বন্দ্বিতা,মনোনয়ন এবং ভোট প্রদান) করিতে পারিবেন। নির্বাচনের ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে একটি ভোটার তালিকা মহাসচিব কর্তৃক প্রকাশিত হইবে।

ঙ) নির্বাচনের তারিখের ৬০ (ষাট) দিনর কম নহে, একটি মনোনয়ন পত্রসহ সমিতির সকল সদস্যদেও নিকট নির্বাচনের জন্য স্থিরকৃত সময়, তারিখ এবং স্থান উল্লেখপূর্বক, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দেওয়া হইবে।

চ) কর্মকর্তা পদেও প্রাথীকে মনোয়ন দাখিল করার সময়ে সোসাইটির কমপক্ষে তিন বৎসর সময়ের জন্য একজন সদস্য হইতে হইবে।

ছ) সোসাইটির তহবিল হইতে বেতন/সম্মানী গ্রহণকারী কাউকে সোসাইটির প্রাথমিক সদস্যপদ, কর্মকর্তা অথবা নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ প্রদান করা যাইবে না।

জ) সোসাইটির সদস্য কর্তৃক যথোপযুক্তভাবে প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত যোগ্য প্রার্থীদেরকে নির্ধারিত ফরমে মনোনয়নপত্র নির্বাচনের কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট পৌঁছাতে হইবে। মনোনয়নপত্র গ্রহণের শেষ সময়ের পরে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবে এবং নির্বাচনের জন্য যোগ্য প্রার্থীদেও নাম প্রকাশ করিবে।

ঝ) নির্বাচনের তারিখের ২০ (বিশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত ফরমে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রত্যাহার পত্র দাখিল পূর্বক একজন প্রার্থী তাহার নাম প্রর্থীপদ হইতে প্রত্যাহার করিতে পারেন।

ঞ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

ট) নির্বাচনের সময়ে সকল ভোটারের নিকট নির্বাচন কমিশনের সদস্যদেও দ্বারা ব্যালট পেপার ইস্যু করা হইবে।

- ভোটার ব্যলট পেপারে যে সব প্রার্থীদেও ভোট দিতেছে তাহাদের নাম চিহ্নিত করিবে

- ❖ নির্বাচনী সমাপনী সময়ের পরে নির্বাচন কমিশন ভোট সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবে এবং গণনা করিবে। গণনার সময় প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের এজেন্টগণ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন যদি তাহারা ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
- ❖ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হইবে।

ধারা- ৩০ : সোসাইটির জার্নাল

সোসাইটি একটি জার্নাল প্রকাশ করিবে। সম্পাদীয় বোর্ডের ব্যবস্থাধীনে উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে নিয়মিত জার্নাল প্রকাশিত হইবে।

ক) উপদেষ্টা কমিটি :

পেশায় উজ্জ্বল একাডেমিক, ক্লিনিক্যাল এবং বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা এই কমিটি গঠিত হইবে। এইসব ব্যক্তিদের আবশ্যকীয়ভাবে সোসাইটির সদস্য হওয়ার দরকার নাই। নির্বাহী কমিটি উপদেষ্টা কমিটির নির্বাচন ও সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

খ) উপদেষ্টা কমিটির কার্যাবলী :

১) জার্নালের নীতি নির্ধারণ করা।

২) জার্নালের একাডেমিক, শাসনতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে সম্পাদক এবং সম্পাদকীয় বোর্ডকে উপদেশ দিবে।

৩) এডিটর ইন চীফ বৎসরে একবার অন্তত : একবার উপদেষ্টা কমিটি এবং সম্পাদকীয় বোর্ডের যৌথসভা ডাকিবেন।

গ) জার্নালের সম্পাদীয় বোর্ড : ইহা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত হইবে।

সম্পাদকীয় বোর্ডের গঠন :

১) এডিটর ইন চীন (সম্পাদক)- ১ জন

২) এসিসটেন্ট এডিটর (সহ-সম্পাদক) - ৩ জন

৩) গম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যবৃন্দ - ১৫ এর অধিক নয়

৪) বিজ্ঞান বিষয়ক সচিব - পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন।

ঘ) সম্পাদকীয় বোর্ডের কার্যাবলী :

১) জার্নালের নিয়মিত প্রকাশনায় এডিটর ইন চীফকে সহায়তা করিবে।

২) প্রকাশনার পূর্বে যতবার প্রয়োজন ততবার মিলিত হইবে।

৩) জার্নালে প্রকাশিতব্য আর্টিকেলসমূহ পরীক্ষা এবং প্রকাশনার জন্য উহাদেরকে সম্পাদনা অথবা প্রত্যাখ্যান করিবে।

৪) রেফারি, রিভিউয়ার এবং সহযোগী নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকিবে।

৫) জার্নালের জন্য একটি আলাদা তহবিল অথবা একটি হিসাব নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে; তাহা সম্পাদক, মহাসচিব অথবা কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে পরিচালনা করিবে।

ঙ) ব্যবস্থাপনা সাব-কমিটি :

প্রয়োজন বিবেচিত হইলে সম্পাদকীয় বোর্ড কর্তৃক একটি ব্যবস্থাপনা সাব-কমিটি গঠিত হইতে পারে। সহ-সম্পাদক ও কতিপয় সদস্য নিয়া ইহা গঠিত হইবে। যদি কোন ব্যবস্থাপনা সাব-কমিটি না গঠিত হয় তবে সাব-কমিটির কার্যাবলী সম্পাদকীয় বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

চ) ব্যবস্থাপনা সাব-কমিটির কার্যাবলী :

১) জার্নালের বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবে এবং নির্বাহী কমিটির সভায় বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য মহাসচিবের মাধ্যমে দাখিল করিবে।

২) হিসাবের একটি বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং সোসাইটি কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত করাইব। একটি পৃথক হিসাব অথবা তহবিলে সৃষ্টি করিতে পারিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে মহাসচিবের মাধ্যমে বিবরণী বার্ষিক সাধারণ সভায় দাখিল করিবে।

১) জার্নালের ব্যবসার ব্যবস্থাপনা, ইহার মুদ্রণ, বিজ্ঞাপন অনুসন্ধান, সদস্যের মধ্য জার্নালের বিতরণ ইত্যাদির জন্য দায়ী থাকিবে।

২)

ধারা- ৩১ : নিরীক্ষক নিয়োগ

সোসাইটির হিসাব নিরীক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষক নিযুক্ত হইবে। এই নিরীক্ষক একজন নিবন্ধীকৃত হিসাবরক্ষক হইবেন এবং তাহার পরিতোষিক নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

নিরীক্ষকগণের কর্তব্যসমূহ :

ক) বৎসরে শেষে অথবা নির্বাহী কমিটি যতবার চাইবেন ততবার হিসাবসমূহ নিরীক্ষণ করিবে এবং উহার শুদ্ধতা ব্যাখ্যা করিবেন।

খ) প্রয়োজন মাফিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ প্রদান করিবে।

ধারা- ৩২ : সম্বন্ধীকরণ

ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দেশে এবং বিদেশে আন্তর্জাতিক, জাতীয় অথবা আঞ্চলিক সোসাইটি ও সোসাইটির সঙ্গে পারস্পরিকভাবে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত উপায়ে সোসাইটির সম্বন্ধীকৃত হওয়ার ক্ষমতা থাকিবে।

খ) সম্বন্ধীকৃত সংস্থাগুলোর সদস্যবৃন্দ চুক্তিকৃত সুযোগ-সুবিধাসমূহ পারস্পরিকভাবে ভোগ করবেন।

গ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন বিবেচনা হওয়ার পর যে কোন পক্ষে যথোপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি দান পূর্বক এবং সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অথবা গণভোটের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা সোসাইটি সম্বন্ধীকরণ বাতিল করিতে পারিবেন।

ধারা- ৩৩ : সহযোগিতা

ক) সোসাইটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিকাশে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্তাবলীতে বাংলাদেশের অথবা বিদেশের যে কোন আন্তর্জাতিক, জাতীয় অথবা আঞ্চলিক সোসাইটি, সমাজ অথবা বৈজ্ঞানিক সংগঠনের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা করিতে পারিবে।

ধারা- ৩৪ : কেন্দ্রে বা শাখায় নির্বাচন বিতর্ক

কেন্দ্রে অথবা শাখায় নির্বাচন বিতর্কের ক্ষেত্রে রায় প্রদান করার জন্য একটি নির্বাচন ট্রাইবুনাল গঠন করিতে হইবে। অব্যবহিত পূর্বের সভাপতি, অব্যবহিত পূর্বের মহাসচিব এবং নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়া ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। স্থানীয় শাখা অথবা শাখাসমূহের বিতর্কের জন্য শাখার সভাপতি, শাখার অব্যবহিত পূর্বের সভাপতি এবং সোসাইটির মহাসচিব নিয়া ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। এইরূপ কোন বিতর্কের ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের সদস্য নিজে কোনভাবে জড়িত হইলে তিনি ট্রাইবুনালের সদস্য হইতে পারিবেন না। সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য দ্বারা তাহার স্থান পূরণ করিতে হইবে।

ট্রাইবুনালের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ট্রাইবুনালের অধিকাংশ সদস্যগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা- ৩৫ : গঠনতন্ত্রের সংশোধন

গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, অনুচ্ছেদ এবং উপ-আইন সমূহের সংশোধন, পরিবর্তন, বাতিল এবং সোসাইটির সংঘ স্মারকের প্রস্তাব অথবা পরিবর্তন সাধারণ বার্ষিক সভার কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে মহাসচিবের নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে প্রস্তাব এবং মন্তব্য সমূহ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইতে হইবে। নির্বাহী কমিটি পরিবর্তনের প্রস্তাবের মূল এবং সদস্যদের মন্তব্য এবং প্রস্তাবের বিষয় নিয়ে নির্বাহী কমিটির সুপারিশ সমূহ সিদ্ধান্তের জন সাধারণ বার্ষিক সভায় প্রেরণ করিবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানকারী দুই তৃতীয়াংশ সদস্য পরিবর্তনের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রয়োগ করিলে প্রস্তাবটি গৃহিত হইবে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা- ৩৬ : বিলুপ্তি

মোট সাধারণ সদস্যের তিন-পঞ্চামাংশ সদস্য যৌথভাবে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির আবেদন করিতে পারিবেন। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ আবেদনের প্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাহাই চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পর্ব- ৩

উপ-আইনসমূহ

১। শাখা গঠন :

যেখানে একটি মেডিকেল কলেজ অথবা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে পৃথক পৃথক শহর এবং নগরের কমপক্ষে ৫ জন যোগ্য সদস্য দ্বারা শাখাসমূহ গঠিত হইবে। এইসব যোগ্য সদস্য চাঁদার কেন্দ্রের শেয়ারসহ (৩০%) এবং শাখার কমকর্তাদের নামসহ নির্ধারিত ফরমে মহাসচিব এর নিকট সোসাইটির সদস্য পদের জন্য আবেদন করিবেন। যখন নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইবে তখন থেকে শাখাসমূহের কাজ শুরু হইবে।

২। শাখার ব্যবস্থাপনা :

একটি সাধারণ সভায় শাখার সদস্যদের সরাসরি ভোটের দ্বারা প্রত্যেক দুই বৎসরে একবার নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি দ্বারা প্রত্যেক শাখা পরিচালিত হইবে।

শাখার নির্বাহী কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে :

সভাপতি	১ (এক) জন
সহ-সভাপতি	১ (এক) জন
কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন
সম্পাদক	১ (এক) জন
যুগ্ম সম্পাদক	১ (এক) জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ (এক) জন
বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদাক	১ (এক) জন
সদস্য	৩ - ১০ (তিন থেকে দশ জন)

৩। শাখা সম্পর্কে সাধারণ নিয়মাবলী :

ক) যে পরিমাণে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত, সেই পরিমাণে শাখাগুলি স্বায়ত্বশাসিত হইবে। তাহার আইন এং প্রবিধিসমূহ সোসাইটির আইন এবং প্রবিধিসমূহের মতই হইবে। কিন্তু তাহারা স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সংগতি

রাখিয়া তাহাদের নিজস্ব উপ-আইনসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন, যাহা অনুমোদনের জন্য সোসাইটির নির্বাহী কমিটির (কেন্দ্রীয়) নিকট দাখিল করিতে হইবে।

খ) শাখার সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত সকল বিষয়সমূহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

গ) সোসাইটি কোন শাখার ঋণ, দায়-দেনার জন্য দায়ী হইবে না অথবা কোন শাখা কেন্দ্রীয় সোসাইটির অথবা ইহার অন্যান্য শাখার ঋণ, দায়-দেনার জন্য দায়ী হইবে না।

ঘ) শাখা প্রত্যেক বৎসরের ৩১ শে অক্টোবরের মধ্যে নির্বাহী কমিটির (কেন্দ্রীয়) নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

ঙ) শাখা সদস্যপদের চাঁদার কেন্দ্রের অংশ প্রত্যেক বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদান করিবে।

চ) শাখা অক্টোবরের শেষ দিবসে খেলাপীদের তালিকাসহ অথবা সদস্য ফরমসহ নতুন সদস্যদের তালিকাসহ এবং যেসব সদস্য শাখা ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের ঠিকানাসহ সদস্যদের ঠিকানা পরিবর্তন হেতু সেই ঠিকানাসহ যদি পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে তাহাদের সদস্যদের তালিকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দাখিল করিবে।

ছ) শাখা নিয়মিতভাবে নির্বাহী কমিটির সভা ও সাধারণ সভার কার্য বিবরণী অবগতির জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে এবং তাহাদের কার্যাবলীর একটি বিবরণ দাখিল করিবে।